সেই সময়

সুমন মান্না

কোথায় সে রাখা আছে, ছোটোবেলা, ঘাস - ধুলোবালি
নদীর কাছে - কিংবা আরো দূরে কোনো ভাঙা ইস্কুলঘরে
আলগোছে জড়িয়ে আগাছাজঙ্গলের কিছু গল্পগাছা-
লোনা হাওয়াতে আব্রুটুকুও জোটেনি তার, অনিশ্চিত অস্তিত্বে -
তেলজল পড়েনি বহুদিন, বেঁচে আছে এই ঢের, আছে কি ?
প্রাণটুকু থেকে গেছে অচল পয়সা হয়ে, অনিবার্য শ্বাসপ্রশ্বাস কিছু-
নেহাৎ খদ্দের পায়নি বলে হাটের শেষেও অন্ধকারে-
রয়ে গেছে চড়ায় আটকে এক যেন ভাঙা জেলেডিঙি। তবু-
প্রথম স্নানের গপ্প শোনাবে সে নতুন এক ছেলেবেলাকে।
দীনদরিদ্র পাঠশালা মাস্টার রেখেছে ছেঁড়া সহজপাঠ বাঁচিয়ে
পড়ুয়া না আসলেও - দু-ঃএকটা সন্ধেবেলা এসে মাঝে মাঝে-

জ্বালিয়ে দেয় তুলসিতলার দীপটুকু। বাজে শাঁখ - পঁচিশে বৈশাখ।

****

মেলে ধরে সাদা ডানা - আরো উঁচুতে উঠে যায় ওরা,
ঘেরাটোপের অনেক দূরে এক আশ্চর্য আকাশে - দেখে -
রকমারী নক্সীকাঁথা, খেলনা-বাটি সংসার অনেক নীচে।
কোন সে অচিন দেশ থেকে উষ্ণতার গল্প শুনে পাড়ি দেয়-
লেগে থাকে ঘোর এক - স্বপ্ন আসে নির্জন সবুজ শয্যের,
রোদে চকচকে জলাশয়, - হয়তো জিরিয়েছে এখানেই এসে।
হেসে গেয়ে ফিরে গেছে আবার, অন্য রঙের কোনো সুদূরে।
ছেয়ে থাকে শুধু অনাবিল বেঁচে থাকা, হাঁসেদের এক ঝাঁকে।

****

পুরো এক মন্বন্তর দেখে, মেটে হাঁড়ি ভাত ফুটে ওঠে
রাখে তার ফ্যানটুকু শুধু ও-বেলার কথা মনে রেখে
নোয়া শাঁখা সিঁদুরে সেজে বধু, তাম্বুলে ঢাকা অনশন
সে ভাতটুকু সব বেড়ে দেয়, খাওয়া তার বিলাস ব্যাসন
ইতিহাসে শিউরিয়ে উঠে, জল খেয়ে, ঘুরি পথে ঘাটে
দিনশেষে রান্না ঢাকা আছে, গিলে ফেলি সেই ভয়টাকে
নেশা শুধু বেঁচেথাকাটুকু, বোধ এক কাজ করে যায়
রক্তে লেগে আছে উচ্ছিষ্ট, ফেলে দেওয়া খাদ্যকণায়।
কবেকার সেদিনের কথা, কিছু ভুলি, কিছু থাকে মনে
থাকে তাঁর আপন খেয়ালে, পূর্বপুরুষের জীবনে- মরণে।

****

আজকে সে ফেলে আসা দিন
লোক ডেকে রাস্তা পেরোয় -
আজকাল খেতে বসলেই

মা÷র মুখ মনে পরে যায়।
রয়ে গেছে দু একটা কথা
আমাদের সে ছোটোবেলায়
লোভ হয় পেছোতে সেখানে
ও পাড়ায় নিজের ডেরায়।

গোষ্পদে পৃথিবীকে রাখি
আমরাই দূরে যাই চলে,
লোকজন পাহারা এড়িয়ে
ভুলে যাওয়া পিছু ডাক দিলে -
বনে যাই, জঙ্গলে ঘুরি
নদীঘাট পথে প্রান্তরে
ভরে নিয়ে আপন শৈশব
রাতে ফিরি ভাড়া নেওয়া ঘরে।

ভরে নিয়ে আপন শৈশব
রাতে ফিরি ভাড়া নেওয়া ঘরে।

****

সেই যে সেদিনের কথা, এমনই অরেক, অমোঘ সন্ধেবেলা-
দিনশেষে ঘরে ফেরা ক্লান্ত - অফিসার, কুলী, ঠিকে ঝি
নদীর মত লোকাল ট্রেনে মিশে গেছে ঝাঁকের কই, দেখি
দুটো-একটা তারা উঁকি মারে, শুরু করে আলো- ছায়া খেলা।

জন্মান্তর বাঁধা রাখা আছে তাদের জীবাশ্মের পাললিক স্তরে
নেভা উনুনের, মত রাখা ছিল সেই রেললাইনেরই পাশে
দুর থেকে আসে আরতির গন্ধ, আজানের সাথে মিশে
লেখা ছিল এসব, সত্যি রূপকথা পুরোনো সরল অক্ষরে।

ছিল সবই, আপামর জনসাধারণ, ভাত, রুটি জল পানির সাথে
নুন - পান্তা ওরা তবু নিজেরাই, নাকি প্ররোচনায় উনুন জ্বালায়.....
বহুদিন কেটেছে, আরো বহু মানুষ - ক্রমশঃ দুই প্রান্তে চলে যায়
নেভা উনুন দ্যাখে দুটো আলাদা ট্রেনের যাতায়াত সেই পুরোনো পথে।